দৈনিক ইনকিলাব

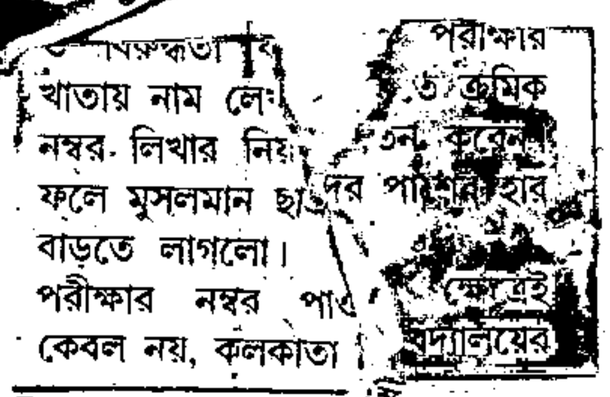

...খাতায় নাম লে... নম্বর লিখার নিয়... ফলে মুসলমান ছা... বাড়তে লাগলো। পরীক্ষার নম্বর পা... কেবল নয়, কলকাতা ...

... পরীক্ষার ... ও ক্রমিক ... চালু করেন ... দের পাশের হার ... ক্ষেত্রেই ... বিদ্যালয়ের

অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজের স্বীকৃতি পাওয়া ছিল এক বিরাট কঠিন সমস্যা। তাই ফজলুল হক এ ব্যাপারে এক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার একটি জলন্ত নিদর্শন স্বরূপকাঠির আকমল কলেজ। এ ছাড়া তাঁরই প্রচেষ্টায় ইলিয়ট হোস্টেল, টেইলর হোস্টেল, মেডিক্যাল কলেজ, মুসলিম হোস্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মুসলিম হোস্টেল এবং মুসলিম ইনস্টিটিউটের বিরাট ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছয় মাস শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন সময় শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক মহামান্য আগা খান ও নবাব মোহসীন-উল-মূলক প্রমুখদের প্রচেষ্টায় 'আলীগড় এ্যাঙ্গলো ওরিয়েন্টাল কলেজ'কে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে একজন নেতৃস্থানীয় উদ্যোক্তা ছিলেন। উল্লেখ্য যে, স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৭৫ সালে মুসলমানদের উন্নতমানের শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রথমে আলীগড় কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। ফজলুল হক নব প্রতিষ্ঠিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পর শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে এগারো সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তিনি হন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীদের মত দেশ রক্ষা বিভাগ নেওয়ার পরিবর্তে ফজলুল হক নিলেন শিক্ষা বিভাগ। এ দেশের সাধারণ মানুষদের শিক্ষিত করে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি শিক্ষা বিভাগ নিজেই হাতে নিলেন। তিনি ছিলেন গণশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান যাতে সমান অধিকার পায়, তার সঠিক নিয়ম প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা এবং বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বঞ্চিত মুসলমানগণ যাতে শিক্ষার আলো দেখতে পায়, তার সুব্যবস্থা করা।

শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ১৯৩৮ সালে মহাজনী আইন পাশ, ৬০ হাজার ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন, প্রজাতন্ত্র আইন পাশ করে তা প্রয়োগ করে শুধু কোটি কোটি বাঙ্গালী কৃষককে মুক্ত করলেন না, তিনি বাংলার ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো দান করলেন। তিনি বাঙ্গলার অবহেলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য "মাওলা বক্স কমিটি" গঠন করেন। এই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন আইন পাশ হয়। এই আইনানুসারে শেরে বাংলা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তখন থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। আজও ৩৭ বছর পরে এই অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থাই রয়েছে, পরিবর্তন আর হলো না। প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করে সাধারণ মানুষের মুক্তির দিশারী ফজলুল হক এদেশে কৃষক সমাজের যে উপকার করেছেন, যার ফলে আমরা আজ ঘরে ঘরে শিক্ষিত হতে পেরেছি এবং গ্রাম, গঞ্জ, থানায় থানায় অসংখ্য বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে কলকাতায় লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বেগম শামসুন্নার মাহামুদকেও এই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধানরূপে তিনিই নিযুক্ত করেন। যদিও বেগম শামসুন্নার তখনও এম,এ, ডিগ্রী প্রাপ্তা নন। কলকাতার বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলটি প্রাদেশিক সরকারের পরিচালনাধীন আনয়ন করে, তিনি স্কুলটির অনেক উন্নতি সাধন করেছেন।

জাতীয় অগ্রগতি ও জনমত সৃষ্টির জন্য বাস্তববাদী সাহিত্য, সংস্কৃতি আদর্শভীত্তিক সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের উন্নতির দিকেও শেরে বাংলার অবদান অবর্ণনীয়। এই ব্যাপারে এবং সংবাদপত্রের সাহায্যার্থে তাঁরই মন্ত্রী সভার বাজেটে বেশ কিছু টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। সে বরাদ্দ থেকে তখন দৈনিক আজাদকে সাহায্য দিয়েছিলেন ত্রিশ হাজার টাকা। আজ বর্তমান সংবাদপত্রের দুরবস্থার কথা সকলেই জানেন।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য দেশে কোন 'প্রেস এ্যাক্ট' থাকুক তা শেরে বাংলা কখনও পছন্দ করতেন না বরং ঐ ধরনের প্রেস এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। শেরে বাংলার মতে, "প্রেস এ্যাক্ট দিয়ে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার নামে দেশের মানুষের স্বাধীনতাকে পদাঘাত করা এবং সকলকে পরাধীন করে রাখা।" ১৯১৭ সালে ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য বৃটিশ সরকার 'ভারতীয় প্রেস এ্যাক্ট' নামে একটি কুখ্যাত আইন প্রয়োগ করেছিলেন। ঐ বছর ২৬ ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩২তম অধিবেশনে ফজলুল হক বৃটিশ সরকারকে কুখ্যাত প্রেস এ্যাক্টের সমালোচনা করে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার সপক্ষে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তা আজও দুপুরের অগ্নিতপ্ত সূর্যের মত বাংলাদেশসহ সারা ভারতের সকল সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিপুলভাবে প্রেরণা যোগায়। প্রেস এ্যাক্টের সমালোচনা করে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার কিছু অংশ নীচে দেয়া হলোঃ "নির্যাতন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা মানুষের স্বভাব, নিঃসংকোচে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করতে চাওয়া তার জন্মগত অধিকার এবং নির্যাতন ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই মানবিক ধর্ম। কিন্তু মানবিক সুবুদ্ধি ও ন্যায়নীতির মাথা খেয়ে কোন সরকার যদি সুষ্ঠু সমালোচনা, ন্যায়নীতি ও সুবিচারের সকল দ্বার বন্ধ করতে তৎপর হয়ে উঠেন, তা হলে, মানব ধর্মের চূড়ান্ত অভিব্যক্তির পর্যায়ে সে লৌহ-দ্বার ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা শুরু হবেই হবে। আমি আশা করছি, শাসকবর্গ সময় থাকতেই সাবধান হবেন এবং অবিলম্বে আইনের পুস্তক থেকে দমনমূলক প্রেস এ্যাক্টকে অপসারিত করবেন।"

4 SEP 19[illegible]
পৃঃ ... কলাম ...
001